মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১১৮১

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩০. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - সুন্নাত ও এর ফযীলত

আরবী

وَعَن مرْثَد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشّغل. رَوَاهُ البُخَارِيّ

বাংলা

১১৮১-[২৩] মারসাদ ইবনু ’আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ’উক্বাহ্ আল জুহানী (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম। আমি কি আপনাকে আবূ তামীম আদ্ দারীর (তাবি’ঈ) একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনাব না? তিনি (আবূ তামীম আদ্ দারী) মাগরিবের সালাতের পূর্বে দু’ রাক্’আত নফল সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করেন। তখন ’উক্বাহ্ বললেন, এ সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) তো আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় আদায় করতাম। তখন তিনি বললেন, তাহলে এ সালাত এখন আদায় করতে আপনাদেরকে বাধা দিচ্ছে কে? জবাবে তিনি বললেন (দুনিয়ার) কর্মব্যস্ততায়। (বুখারী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১১৮৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (كُنَّا نَفْعَلُه عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ) আমরা তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আদায় করতাম। অর্থাৎ তাঁর সময়ে তাঁর উপস্থিতিতে আমরা এ দু’ রাক্‘আত সালাত আদায় করতাম। এ হাদীসটি মাগরিবের পূর্বে দু’ রাক্‘আত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করা বিধিসম্মত হওয়ার একটি দলীল। এ হাদীস আবূ বাকর ইবনুল ‘আরাবীর এ দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে যে, সাহাবীদের পরে আর কেউ এ সালাত আদায় করতেন না। কেননা আবূ তামীম ‘আবদুল্লাহ ইবনু মালিক প্রখ্যাত তাবি‘ঈ। যিনি তার উপনাম আবূ তামীম হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তিনি এ দু’ রাক্‘আত আদায় করতেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55741

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন